চিত্রশিল্পী

# হুসেন

গৌতম দাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

# Preface

I am acquainted with Hussain for a long time. Whenever he came to Kolkata he asked about me. It is extremely unfortunate that we could not properly honour an artist of his stature.

Being aggrieved Hussain left India. I was really disheartened and shocked.

My one of the most beloved Goutam is a teacher in Taki House. He loves to be submerged in the world of art and literature. He has also worked on Hussain. Hussain's life sketch has been reflected in his writing with a holistic approach. Though brief, Goutam's book, I hope, will offer a pleasant reading for the readers. And the readers can easily revisit and reivew the life and work of their respected Makbul Fidah Hussain.

11.01.2012

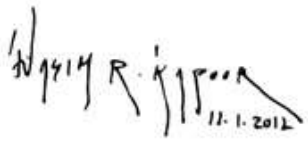

# ভূমিকা

হুসেনের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। কলকাতায় এলেই তিনি আমার খোঁজ করতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি। অভিমানে তিনি আমাদের দেশও ত্যাগ করলেন। আমি খুবই মর্মাহত।

আমার খুবই প্রিয় গৌতম টাকীস্কুলের শিক্ষক। তিনি সব-সময়ই শিল্পসম্পর্কীয় লেখা ও ছবি আঁকার জগতে থাকতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি হুসেনকে নিয়েও লিখেছেন। হুসেনের পূর্ণাঙ্গ শিল্পী জীবনই ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। বইটি ছোটো হলেও আমার বিশ্বাস, আমার প্রিয় মকবুল ফিদা হুসেনকে পাঠক সহজেই চিনতে পারবেন।

১১/০১/২০১২ ওয়াসিম কাপুর

# হুসেন এবং কলকাতা

কেউ বলেন হাওয়া মোরগ, কেউ বা বলেন ভারতীয় পিকাসো। অনেকে তাঁকে রেনেসাঁযুগের চিত্রশিল্পী আন্দ্রেয়া দেল সার্তের সঙ্গেও তুলনা করেছেন। যে যাই বলুক, মানুষটি আদ্যোপান্ত একজন চিত্রশিল্পী। তিনি নিজে বলতেন, কালীর দাস যেমন কালিদাস, আমি সারাজীবন তেমনি ছবির দাস, ছবিদাস। ঋজু চেহারা, শুভ্রকেশ ও দাড়ি। সাদা কুর্তা পাজামা, তার উপর একটি কালো জ্যাকেট, নগ্নপদ। হাতে একটি ছড়ি সমান তুলি ধরে টাটা সেন্টারের ১৮ তলা থেকে লিফটে নামলেন। আমরা আর্ট কলেজের দ্বিতীয়বর্ষের কয়েকজন ছাত্র ওই লিফটে করেই সর্বোচ্চতলে ওঠার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। ওখানেই গত ৮ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে হুসেনের একটি প্রদর্শনী। নাম, 'দ্য ইমেজেস অব দ্য রাজ ডে-জ।'

হুসেনের ছবি দেখতে এসে হুসেনকেই যে সরাসরি দেখতে পাব, তা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। সে সময় হুসেন নামটি বেশ 'মিথ'-এ পরিণত হয়েছে। হুসেনের প্রদর্শনী মার্চ-এ শুরু হলেও তার প্রি-ভিউ গত একমাস ধরে কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশ করে চলেছে। ছাত্রাবস্থায় হুসেনের ছবি দেখার উন্মাদনা তখন চরমে পৌঁছেছিল। ওই শতকের আশির দশকে কলকাতার

সবকটি প্রদর্শশালায় বিখ্যাত শিল্পীদের প্রদর্শনীগুলি দেখতাম। তৎকালীন সময়ে কলকাতার দুটি বড়ো বাড়ি যথাক্রমে চ্যাটার্জি ইনটারন্যাশনাল ও টাটাসেন্টারের প্রতি আমাদের গর্বিত নজর থাকতই। দুটি বাড়ির একটির সর্বোচ্চতলে হুসেনের ছবির প্রদর্শনী দেখার সুযোগটিও ছাত্র-জীবনের বড়ো পাওনা বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

শ্রী নরেশকুমার ও শ্রীমতী সুনীতা কুমারের উদ্যোগে কলকাতায় হুসেনের এই প্রদর্শনীটির আয়োজন। প্রায় তিন দশক পূর্বে দেখা এ প্রদর্শনীর ছবির বিষয়গুলি আবছা-আবছা মনে পড়ে। সে সময়কার ডাইরিতেও এ প্রদর্শনীর কিছু তথ্য রয়েছে।

প্রদর্শনীটি ছিল মূলত আঠারো ও উনিশ শতকের কোম্পানি আমলের রাজদর্শন। সেইসঙ্গে ছিল কালীঘাট পটের আদলে আঁকা ইংরেজদের নিয়ে কিছু ব্যঙ্গচিত্র। সে সময় পত্রিকাগুলি যেমন

হুসেনের আঁকা হিকি সাহেব ও জেমাদ্দানী

প্রিভিউ করেছিল, তেমনি প্রদর্শনী নিয়ে সুন্দর সুন্দর আলোচনাও করেছিল কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলি। হুসেনের একটি বিশেষ ছবি সকলেরই মনে পড়বে। ছবিটির নাম 'জেমাদ্দানী'। ছবিটিতে

জেমাদ্দানী অর্ধশায়িত অবস্থায়। পাশে রয়েছে হিকিসাহেবের মর্মর প্রতিকৃতি। ছবিটি ওই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি বলে মনে হয়। কারণ ছাত্রাবস্থায় এই ছবিটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে দেখেছিলাম। প্রদর্শনীটি প্রসঙ্গে হুসেন বলেছিলেন, "এতকাল ইংরেজরাই আমার রাজত্বের নেশায় মশগুল থেকেছে, আমার চেষ্টা ভারতীয়দের চোখে সেই কালকে দেখা।" হুসেনই সেই শিল্পী যিনি প্রথম তাঁর তুলিতে ইংরেজদের শাসনকার্যের সময়টি তুলে ধরেছিলেন। এর পূর্বে আর কোনো শিল্পী এভাবে ওই সময়টি নিয়ে কাজ করেননি।

নরেশকুমার ও সুনীতা কুমারের হুসেনকে নিয়ে এটি প্রথম প্রদর্শনী নয়, এরপূর্বে ওই দম্পতি হুসেনের আরও তিনটি প্রদর্শনী করেছিলেন। এই টাটা সেন্টারেরই চোদ্দতলাতে এক কর্মশালায় ১৯৯১ সালে ছ-দিনে ছটি ছবি এঁকে সপ্তম দিনে ছ-টি ছবিই সাদা রং দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন হুসেন। ছবিগুলি মুছে দেওয়ার দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার মত উৎসাহী বহু মানুষের সমাগম হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল ওই ছ-টি ছবির দাম ধরা হয়েছিল ছ কোটি টাকা। হুসেন ছবিগুলির উপর সাদা রঙের প্রলেপ লাগাচ্ছেন আর অসংখ্য ফ্ল্যাশগান ঝলক দিয়ে উঠছে। অনেক সাংবাদিক গুণগ্রাহী, অতিথি অভ্যাগতদের মাঝে গান গাইলেন ইন্দ্রাণী সেন।

সব মিলিয়ে হুসেন কলকাতায় মোট ১৭টি প্রদর্শনী করেছিলেন। শুধু কলকাতা কেন, ভারতের সবকটি শহরে এবং বিদেশে নিয়ম করে ছবির প্রদর্শনী করতেন তিনি। কলকাতা যেহেতু তাঁর প্রথম পছন্দের শহর, সে কারণে কলকাতাতেই বেশি প্রদর্শনী করতেন। আবার এই শহরের চিত্রশিল্পীদের নিয়ে ভিন্নতর মন্তব্য করে বিতর্কেও জড়িয়ে পড়তেন। তাঁর দ্বিতীয় পছন্দের শহর হল বেনারস।

হুসেন ১৯৩৭ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন। নিউ থিয়েটার্স এর জন্য চার পাঁচটি হোর্ডিং সে সময় কলকাতায় বসে এঁকেছিলেন।

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে তাঁর প্রদর্শনীর জন্য কলকাতায় আসেন ১৯৫১ সালে। সে সময়ে কলকাতায় এলে কফি হাউসেও যেতেন। আলাপচারিতায় বলতেন "এই কলকাতায় আমার শিল্পী জীবনের শুরু।" শিল্পী জীবনের শুরুতে হুসেনের ছবি বিক্রি হত হাজার বারোশো টাকায়। যতদিন পেরিয়েছে হুসেন নিজেকে পালটে ফেলেছিলেন। ওই শতকের সত্তর দশকে তাঁর ছবি বিক্রি হয়েছে ত্রিশ হাজার টাকায়। কলকাতায় এলে হোটেলেই উঠতেন। হোটেলে বসেই ছবি আঁকতেন। নিজস্ব স্টুডিও বলে কিছু ছিল না। বালিগঞ্জ অঞ্চলে ধরমবীর শর্মার আজাদ হিন্দ ধাবাতে তাঁর প্রিয় খাবার রুটি আর রেশমি চিকেন খেতে যেতেন। এই ধাবাতেই গজগামিনী সিরিজের একটি ছবিও এঁকেছিলেন। এই ধাবাতে বসেই গজগামিনী ফিল্মের স্ক্রিনিং-এর কাজও করেছিলেন। ধাবার মেনুকার্ডেও গজগামিনী-র ছবিটি ধাবা কর্তৃপক্ষ ছেপে রেখেছেন। ছবিটি ধাবার দেওয়ালে পার্মানেন্ট্ মার্কারের লাইনে হুসেন এঁকেছিলেন। একটি নৃত্যরতা মহিলা, তাঁর মাথায় পোটলা।

এরকমই একটি ছবি হুসেন 'গজগামিনী' শীর্ষক সিরিজে এঁকেছিলেন। ধাবার ছবিটিতে সংযোজিত হয়েছে মেয়েটির ডান পাশে একটি গণেশের প্রতিকৃতি। ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড-এর রং দিয়েছিলেন লাল। কলকাতাকে ভালোবাসার আরও একটি নজির তিনি রাখতে চেয়েছিলেন একটি গ্যালারি করে। সে গ্যালারিতে হুসেন রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের হুসেন-মারিয়া প্রেমের স্মৃতিতে আঁকা আশিটি ছবি। হুসেন ভারতত্যাগের পর, তাঁর কলকাতার প্রতি ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়েছিল কলকাতার রাসা গ্যালারি। তারা হুসেনের একশোটি পেন্টিং-এর সেরিগ্রাফ নিয়ে ২০১১ সালের মার্চে একমাস ব্যাপী একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। হুসেনের মৃত্যুর পর সিমা গ্যালারিও তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করেছিল।

কিন্তু হুসেন কলকাতায় এসে এমন কিছু মন্তব্য করতেন, যার ফলে কলকাতার শিল্পীরা কখনো-কখনো তাঁর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। একবার বললেন, কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে তাঁর প্রথম পছন্দ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দ্বিতীয় পছন্দের শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ। পরে কোনো এক সময় বলেছিলেন, কলকাতার তিন শিল্পীই ভালো কাজ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ, যামিনীরায় ও রামকিঙ্কর। অন্য এক-সময় বলেছিলেন, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের ছবি ছবিই নয়। অজন্তার ছবি বিচ্ছিরি।

অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরি শিল্পীদের ছবি নিয়ে অর্থাৎ নব্যবঙ্গীয় শিল্পরীতি নিয়ে কেবল হুসেনই কেন, মুম্বই শিল্পী গোষ্ঠী বারে বারে এভাবে বাংলার শিল্পীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন।

একটু ফিরে তাকালে দেখা যাবে, ১৯১৮ সালে স্যার জে জে স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ ডব্লিউ এফ গ্লাডস্টোন সলোমন তাঁদের শিল্পবিদ্যালয়ে (বর্তমানে মহাবিদ্যালয়) ফ্রেস্কো শিক্ষার উপর বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল দিল্লিতে নব-নির্মিত সচিবালয়ে তাঁদের ছাত্রদের ফ্রেস্কো-চিত্র আঁকবার সুযোগ করে দেওয়া।

সে-সময়ে বাংলার নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবির বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মুম্বই-এর শিল্পীরা যাতে দিল্লির ওই নতুন ভবনের অভ্যন্তরে ছবি আঁকার কাজের বরাত পায়, মুম্বই-এর শিল্পীরা সে-কারণে সজাগ থেকেই ওই কাজের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। এম ভি ধুরন্ধর কাজ করেছিলেন প্যানেলের। এম ভি ধুরন্ধর এর ছবি কিন্তু সন্তুষ্ট করতে পারেননি সচিবলায়ের স্থপতি হাবার্ট বেকারকে। অপর একটি ঘটনা ঘটেছিল লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের অভ্যন্তরের ছবি আঁকা নিয়ে। দিল্লির সচিবালয়েরই স্থপতি হার্বাটই ছিলেন ইন্ডিয়া হাউসের স্থপতি। এবার হার্বাট ইন্ডিয়া হাউসে ম্যুরাল আঁকবার জন্য সমগ্র ভারতের চিত্রশিল্পীদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। প্রতিযোগিতায়

কলকাতার চারজন চিত্রশিল্পী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ-সকল শিল্পীরা হলেন সুধাংশুশেখর চৌধুরী, রণদাচরণ উকীল, ললিত মোহন সেন এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। এই চারজন শিল্পী লন্ডনের আলডুইচ্‌ের ইন্ডিয়া হাউসে ১৯৩১ সালে ছবি আঁকার কাজ শুরু করেছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে সে সময় বিভিন্ন প্রদেশের চিত্রশিল্পীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন।

হুসেন শিল্পী জীবনের শুরুতেই যোগ দিয়েছিলেন (১৯৪৬ সালে) বোম্বে প্রোগ্রেসিভ গ্রুপে। এই গ্রুপের শিল্পীরা ছিলেন নিউটন সুজা, আরা, রাজা প্রমুখ। এই গ্রুপই অবনীনন্দ্র- গগনেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট (প্রতিষ্ঠা সাল ১৯০৭)-এর বিরোধিতা করেছিল। এবং এই প্রতিষ্ঠানটির নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটির উল্লেখ থাকায় তারা তৎকালীন সরকারেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ প্রাদেশিক। এরসঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি যুক্ত থাকলে জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি হবে।

বাংলার শিল্পীদের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন হুসেনের পূর্বসূরিরাও। হুসেনও অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের ছবির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এটিও মুম্বাই শিল্পীদের একটি পুরোনো ক্ষোভ।

হুসেন ২০০৩ সালে কলকাতার গ্যালারি ৮৮-এ একটি অভিনব প্রদর্শনী করেছিলেন। হুসেনের ঐ বছর ৮৮ বছর বয়স হয়েছিল। সে উপলক্ষে ৮৮টি ছবি নিয়ে প্রদর্শনী করতে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রদর্শনীটি চলেছিল ২ থেকে ৩০শে আগস্ট। প্রদর্শনীটি অভিনব এই কারণে, তাঁর এই ৮৮টি ছবির প্রদর্শনী কলকাতা সহ আরও তিনটি শহরে করেছিলেন। বাকি তিনটি শহর হল দিল্লি, মুম্বই এবং প্যারিস। দিল্লির ওয়াধেরা গ্যালারি এবং মুম্বই-এর পান্ডোল গ্যালারিতে ছবিগুলি প্রদর্শিত করেছিলেন।